PRINT

সমকাল

জাবিতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তুলকালাম

সংঘর্ষে শিক্ষক, পুলিশসহ আহত ৬৬

১১ ঘণ্টা আগে

জাবি প্রতিবেদক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তুলকালাম ঘটিয়েছেন দুই আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা। তাদের মধ্যকার সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক, পুলিশ কর্মকর্তা ও সাধারণ শিক্ষার্থীসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৬৬ জন। গতকাল বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘণ্টাখানেক পর অর্ধশতাধিক পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জাবি প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বর্তমানে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল দুপুরে ক্যাম্পাসের বটতলার একটি দোকানে বসে চা পান করছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ৪৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সৌরভ কাপালি। তিনি মওলানা ভাসানী হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। সৌরভ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম আবু সুফিয়ানের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। একই সময়ে ওই দোকানে মিষ্টি খেতে যান বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আলিফ হাসান ওরফে দীপ এবং নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের দীপ বিশ্বাস। ৪৬তম ব্যাচের এই দুই শিক্ষার্থী জাবি ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল রানার অনুসারী। দু'জনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। মিষ্টি খাওয়ার সময় সৌরভের সঙ্গে দীপের ধাক্কা লাগে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দীপকে থাপ্পড় দেন সৌরভ। এ নিয়ে তিনজনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। খবর পেয়ে মওলানা ভাসানী হল থেকে ১০-১৫ জন বটতলায় গিয়ে

বঙ্গবন্ধু হলের দুই শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। এ ঘটনার জের ধরে বেলা

সোয়া ২টার দিকে রামদা, চাপাতি, ছুরি, রড, লাঠিসোটা, ইট-পাটকেল নিয়ে দুই হলের কয়েকশ' শিক্ষার্থী বটতলায় জড়ো হন। তাদের মধ্যে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরাও ছিলেন। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এর পর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। এ সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং একপক্ষ অন্যপক্ষকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে।

এতে দুই পক্ষের অন্তত ৬৬ জন আহত হন। সংঘর্ষ থামাতে এসে আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহকারী প্রক্টর সহকারী অধ্যাপক মেহেদী ইকবাল ও প্রভাষক মহিবুর রৌফ শৈবাল। সংঘর্ষের সময় দুই গ্রুপের মধ্যে অন্তত ১৫ রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়েছে বলেও দাবি করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে গুলিতে কারও হতাহত হওয়ার খবর মেলেনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. শামসুর রহমান বলেন, মেডিকেল সেন্টারে ৬৬ জন আহতকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গুরুতর আহত অন্তত ৪০ জনকে সাভারের এনাম মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

আশুলিয়া থানার ওসি রিয়াজুল হক দিপু সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আহত হয়েছেন। বর্তমানে এনাম মেডিকেলে চিকিৎসাধীন পুলিশের এই কর্মকর্তা সমকালকে জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে দুই রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হয়।

প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল হাসান সমকালকে বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় কয়েকজন আহত হয়েছে। তাদের উদ্ধার করে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দাবি করেছেন, তাদের নেতাকর্মীরা সংঘর্ষ থামাতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তারপরও এ ঘটনায় সংগঠনের কেউ জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, সংঘর্ষের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাবি শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নাজির আমিন চৌধুরী জয়।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com